দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সাতক্ষীরা সরকারি কলেজে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

■ মনিরুল ইসলাম মিনি, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেশন চার্জের নামে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জেলার সর্ববৃহৎ এই কলেজে অধ্যয়নরত প্রায় ১৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে প্রতিবছর সেশন চার্জের নামে দেড় কোটিরও বেশি টাকা আদায় করা হচ্ছে। আদায়কৃত এসব অর্থের সিংহ ভাগই বিভিন্ন খাতে খাতা-কলমে খরচ দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষসহ কলেজ প্রশাসন আত্মসাৎ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কলেজে অধ্যয়নরত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সেশন চার্জের নামে অতিরিক্ত টাকা আদায় বন্ধে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সাতক্ষীরা সরকারি কলেজে এইচএসসি, ডিগ্রী, ১৬টি বিষয়ে অনার্স ও ১১টি বিষয়ে মাস্টার্স শ্রেণীতে প্রায় ১৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছেন। সরকারি কলেজে বেসরকারি কলেজের চেয়ে খরচ কম মনে করে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা এই কলেজে তার প্রিয় সন্তানকে ভর্তি করতে আগ্রহী হন। কিন্তু সেশন চার্জের নামে কলেজ প্রশাসন আদায় করছেন অতিরিক্ত টাকা। ফলে সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যুগাতে নাকাল হয়ে পড়েছেন বেশির ভাগ অভিভাবক। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজে প্রতিবছর প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে সেশন চার্জের নামে কলেজ প্রশাসন ২১টি খাতে ১ হাজার ১৫০ টাকা আদায় করছে।

সেশন চার্জের নামে বছরে আদায় হচ্ছে দেড় কোটি টাকা

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের একাধিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, উন্নয়ন তহবিলের নামে বছরে আদায় করা হয় প্রায় ২৮ লাখ টাকা, অথচ এখাতে দৃশ্যত কোন খরচ করা হয় না। কর্মচারী অত্যাবশ্যকীয় ফিস বাবদ বছরে আদায় করা হয় ৫৬ লাখ টাকা সেখানে খরচ করা হয় সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা। কলেজে গত এক যুগ ধরে কোন ছাত্র সংসদ নেই অথচ প্রতিবছর এখাতে আদায় করা হচ্ছে সাড়ে তিন লাখ টাকা। ধর্মীয় তহবিলের নামে দু'দফায় আদায় করা হয় প্রায় ৮ লাখ ৪০ হাজার টাকা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক খাতে প্রতিবছর খরচ হয় সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা অথচ আদায় করা হয় ৭ লাখ টাকা, অভ্যন্তরিণ ক্রীড়া খাতে বছরে খরচ হয় সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা সেখানে আদায় করা হয় ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা। বহি: ক্রীড়া ফিস খাতে আদায় করা হয় প্রায় ৭ লাখ টাকা সেখানে বছরে খরচ হয় মাত্র ৫০ হাজার টাকা। মসজিদ ফিস বাবদ আদায় করা হয় বছরে ৭ লাখ টাকা অথচ এখাতে দৃশ্যত কোন খরচ করা হয় না। কলেজের নিজস্ব কোন পরিবহন নেই অথচ দু'দফায় এখাতে আদায় করা হয় প্রায় ৮ লাখ ৪০ হাজার টাকা। কম্পিউটার ল্যাবে তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা নেই অথচ এখাতে প্রতিবছর আদায় করা হয় ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা। পাঠ পরিকল্পনা খাতে কোন টাকাই খরচ করা হয় না অথচ এখাতে বছরে আদায় করা হয় ২ লাখ ১০ হাজার টাকা। অধিভুক্ত ফিস দু'দফা আদায় করা হচ্ছে প্রায় ১১ লাখ টাকা। রেডক্রিসেন্ট ফিস বাবদ আদায় করা হয় ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা অথচ এখাতে কোন খরচ করা হয় না। রোভার ফিস এক বার নেয়ার কথা, সেখানে দু'দফায় আদায় করা হচ্ছে প্রায় ৭ লাখ টাকা। কলেজের কোন ম্যাগাজিন বের হয় না অথচ এখাতে বছরে আদায় করা হয় ৪ লাখ ২০ হাজার টাকা।

এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ মো. লিয়াকত পারভেজ জানান, কলেজে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৪ হাজারের চেয়ে কম হবে। সেশন চার্জের নামে আদায়কৃত টাকা লুটপাটের কোন সুযোগ নেই। বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খাতে এসব টাকা খরচ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া সেশন চার্জের টাকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি-না তা দেখার জন্য প্রতিবছর অডিট হয়ে থাকে। একই খাতে দু'দফা টাকা আদায়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। পরিবহন কেনার জন্য পরিবহন খাতে টাকা আদায় করা হচ্ছে।